বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি

প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বিপদাপন্ন একটি রাষ্ট্র। ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এখন এ দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। দেশের মোট ১৯টি উপকূলীয় জেলায় বসবাসরত প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ এই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতার কারণে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ১০-১৫ ভাগ উপকূলীয় এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং ২৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে।

এক নজরে প্রকল্প পরিচিতি

- প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২০
- দাতাসংস্থা- গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)
- মোট তহবিলের পরিমাণ: ৫.৬৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার
- পৃষ্ঠপোষকতায়: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বন বিভাগ
- সহযোগী সংস্থা: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

উপকূলীয় প্রেক্ষাপটে ম্যানগ্রোভ বনায়নকে জলবায়ুর বিপদাপন্নতা হ্রাস ও আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব থেকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জান-মাল রক্ষার মোক্ষম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় অভিযোজন কর্ম-পরিকল্পনা (নাপা) ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনায় (বিসিসিএসএপি) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলাকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায়ও ৩০ হাজার হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৬০ সাল থেকে পাঁচ দশক পর্যন্ত প্রায় ২,০০,০০০ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়ন করেছে। কিন্তু অনেকগুলো কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী পরিপূর্ণভাবে উপকূলের এই সবুজ বেষ্টনী থেকে অভিযোজনজনিত উপকার পায়নি। এর কারণ- জীবিকার বৈচিত্রায়নের সীমাবদ্ধতা, উপকূলীয় বনায়নে বৃক্ষ প্রজাতির বৈচিত্রায়নের সীমাবদ্ধতা, সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে দুর্বল সমন্বয়, সবুজ বেষ্টনী ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারনী সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গঠনে ইউএনডিপির অবদান

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী ইউএনডিপি। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা ও দরিদ্র উপকূল বাসীর বিপদাপন্নতা হ্রাসে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ২০০৯ সালে প্রথম এলডিসিএফ এর সহায়তায় 'জলবায়ু পরিবর্তনে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন (সিবিএসিসি)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উক্ত সিবিএসিসি প্রকল্প ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত উপকূলের ৯ হাজার হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ ও নন-ম্যানগ্রোভ বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও এ প্রকল্প থেকে ২০ সহস্রাধিক উপকূলীয় অতি দরিদ্র পরিবার জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকার বৈচিত্র্যায়নের সুযোগ পায়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীকে অধিকতর শক্তিশালীকরণসহ বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ ও সিবিএসিসির এই অর্জনকে স্থায়ীভাবে রূপ লাভ প্রদানের লক্ষ্যে ইউএনডিপি-জিইএফ এর অর্থায়নে পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' নামে চার বছর মেয়াদী আর একটি ফলোআপ প্রকল্প ২০১৬ সালে গ্রহণ করে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং বনায়ন ও পুনঃবনায়নে বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা হ্রাস করা।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বাধিক বিপদাপন্ন ৪টি জেলার ৭টি উপজেলা যেমন: পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও রাঙ্গাবালি উপজেলা, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা, ভোলা জেলার মনপুরা, চরফ্যাশন ও তজিমুদ্দিন উপজেলা এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া উপজেলায় এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

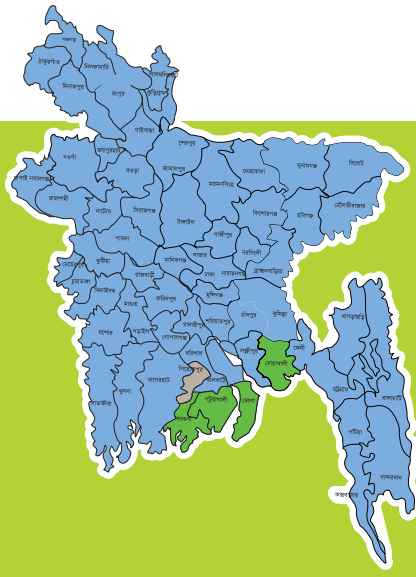

প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রধান ৩টি উপাদান হলো:

- উপাদান ১: জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন ও উপকূলীয় বনায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাঁধাসমূহ দূর করে বৈচিত্র্যতা আনায়ন।
- উপাদান ২: উপকূলীয় বনায়নে অভিযোজন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ, কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন ও লভ্যাংশ বন্টন।
- উপাদান ৩: তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর জান-মাল সংরক্ষণে কার্যকর পূর্বসর্তকতা অবলম্বন, প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

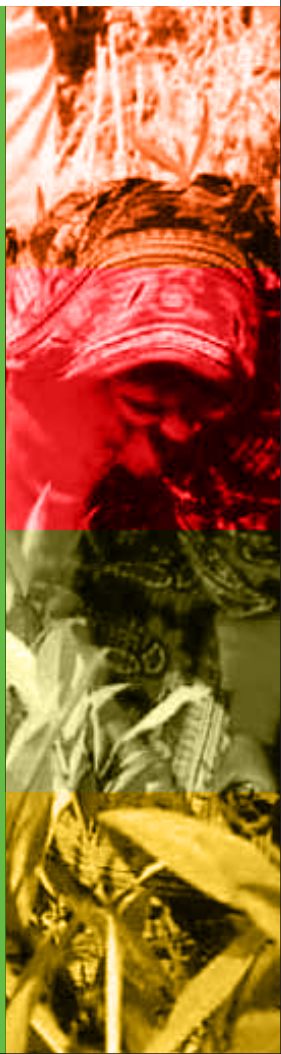

প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল

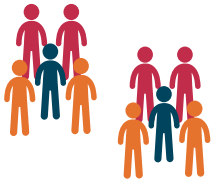

১০,০০০ পরিবার (৫০,০০০ অতি দরিদ্র মানুষ)

জলবায়ু সহনশীল কৃষি, নানা জাতের গবাদি পশুপালন, মৎস্য-কাঁকড়া ও মৌ-চাষ, মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ, নার্সারী প্রস্তুত, ভাসমান সব্জি চাষ, ফুল চাষ, কবুতর পালন প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় জীবিকায়নে সহায়তা পাবেন।

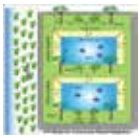

৫০০ পরিবার (৫,০০০ অতি দরিদ্র মানুষ)

মৎস্য-ফলজ-বনজ (FFF) উদ্ভাবনী মডেলে জীবিকায়ন সহায়তা পাবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা

৪টি জেলায় স্টিয়ারিং কমিটি, ৭টি উপজেলায় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গ্রাম পর্যায়ে ৪০টি বনজ সম্পদ সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

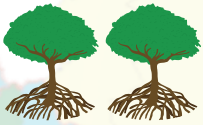

৬৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন

যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সীমিত সংখ্যক প্রজাতির বিপরীতে ১২ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় বনায়নে প্রজাতি বৈচিত্র্যতা আনায়ন।

২৫০০ দরিদ্র মানুষ

বনজ সম্পদ সংরক্ষণ দলের সদস্য হিসেবে উপকূলীয় বনায়নে লভ্যাংশ বন্টন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাভবান হবেন।

৬,০০০ স্বেচ্ছাসেবক

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা পাবেন। এর ফলে স্থানীয় জনগণ যথাসময়ে দুর্যোগ বার্তা পাবেন ও তাদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত হবে।

এছাড়াও ২১,০০০ দরিদ্র মানুষ নিম্নোক্ত সহায়তা পাবেন:

২৫ কি.মি. বেড়িবাঁধ সংস্কারের মাধ্যমে
ভোলার মনপুরা উপজেলায় প্রায় ৫,০০০ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় মানুষের জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১০টি মাটির তৈরি উঁচু কিল্লা
নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১৫,০০০ মানুষের গবাদি-পশুর দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব হবে।

১৫০টি নিরাপদ পানির উঁচু অবকাঠামো
নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ মানুষের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের প্রতিফলন

এই কর্মসূচি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় কর্ম-কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনার কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এসডিজির যেসব লক্ষ্যমাত্রা এই প্রকল্পে প্রতিফলিত হবে সেগুলো হলো:

এসডিজি-২: ক্ষুধামুক্ত পৃথিবীর লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

এসডিজি-৫: জেন্ডার সমতা অর্জন করা এবং নারী এবং কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন;

এসডিজি-৬: সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজ প্রাপ্যতা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

এসডিজি-১৩: জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ;

এসডিজি-১৪: সাগর, মহাসাগর এবং সমুদ্র সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার নিশ্চিত করা;

এসডিজি-১৫: বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রতিরোধ ও বন্ধ করা, জমির উর্বরতা হ্রাস এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা;

এছাড়াও এই কর্মসূচির মাধ্যমে ইনটেন্ডেট ন্যাশনালী ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (আইএনডিসি), ফরেস্ট্রি মাস্টার্স প্ল্যান, প্রটেক্টেড এরিয়া/ইসিএ-রুলস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কমপক্ষে ৬০ হাজার উপকূল বাসী জীবিকার বৈচিত্র্যায়নের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গঠন ও সংরক্ষণে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় পদ্ধতি উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, আই সি বি এ-এ আর প্রোগ্রাম
বন ভবন, লেভেল # ২, রুম নং # ৩৩৩ ও ৩৩৫
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ইমেইল: icbaar.bd@undp.org, ওয়েবসাইট: www.bd.undp.org/icbaar